দৈনিক সংবাদ

122

76

তারিখ 27 JAN 1989 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম ... 1 ... ...

বিধ্বস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামতের উদ্যোগ নেই ॥ লেখাপড়া বিঘ্নিত

গোপালগঞ্জ, ২৫শে জানুয়ারী (নিজস্ব সংবাদদাতা)।-- জেলার সদর ও কোটালীপাড়া উপজেলার শতকরা ৩০ ভাগ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কয়েক হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনা বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই গত বন্যায় এবং শেষ নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড়ে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও কোন কোন বিদ্যালয় জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে।

এর মধ্যে সদর উপজেলার মাঝিগাতি, শুকতাইল, গোবরা, ভেন্নাবাড়ী, ডোমরাশুর ও শহরের নতুন স্কুলটিই ক্ষতিগ্রস্ত হয় বেশী। এ পর্যন্ত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত বা সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। ফলে প্রায় তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনা বর্তমানে ব্যাহত হচ্ছে। প্রায় ৮ বছর ধরে কোটালীপাড়া উপজেলার হিজলবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির নিজস্ব কোন ঘর নেই। প্রায় দু'শ'র মত ছাত্র-ছাত্রী বর্তমানে খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করছে। দশ বছর আগে কালবৈশাখী ঝড়ে স্কুল ভবনটি সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এর দু'বছর পর কারিতাসের আর্থিক সহযোগিতায় স্কুলটি পুনঃনির্মিত হলেও ঐ বছরই আর একটি কালবৈশাখী ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত স্কুল ভবনটি নির্মাণের কোন উদ্যোগ সরকারীভাবে নেয়া হয়নি। বর্তমানে খোলা আকাশের নীচেই স্কুলটির ক্লাস চালানো হচ্ছে। এ ছাড়া জরাজীর্ণতার কারণে উপজেলার কলাবাড়ী, বুরুয়া, তেঁতুলবাড়ী ও কুমুরিয়াসহ বেশ কিছু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েকশ' ছাত্র-ছাত্রীর পড়াশুনার ক্ষতি হচ্ছে।